বিজ্ঞানাচার্য্য সতেন্দ্রনাথবসু

আমার দাদু

নওলকিশোর মিত্র

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানাচার্য্য সতেন্দ্রনাথবসু ১লা জানুয়ারী ১৮৯৪ সালে আমাদের এই কলকাতা শহরে জন্মেছিলেন। আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বড় জাগুলিয়া। সতেন্দ্রনাথবসুর পিতা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রেলওয়ের হিসাবরক্ষক, মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের খ্যাতনামা ব্যাবহারজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা। সতেন্দ্রনাথ এক ভাই ও ছয় বোনের বড় ভাই। সতেন্দ্রনাথের স্ত্রী, আমাদের দিদার নাম ঊষাবালা বসু। সতেন্দ্রনাথ ও ঊষাবালার পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্য এখন দুই মেয়ে ও দুই ছেলে বর্তমান। ছেলেরা রথীন্দ্রনাথ ও রমেন্দ্রনাথ। মেয়েরা জয়া চৌধুরী ও অপর্ণা সরকার। উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ২২নং ঈশ্বরমিল লেনে দাদুর পৈতৃক বাড়ীতে আমার বড়মামা রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে এখনও বসবাস করেন। বাড়ীটাকে একই রকম রেখে দিয়েছেন পরিবর্তন বলতে শুধু সদর দরজায় সতেন্দ্রনাথবসু নামের একটা ফলক বসিয়েছেন। শুনছি কলকাতা পৌরসভা বাড়ীটাকে heritage building ঘোষণা করেছে ব্যপারটা যে কি তা এখনও জানা যায় নি। আমরা ১৯৫৮ সাল থেকে দাদুর মৃত্যুদিন পর্যন্ত ওনার ছত্রছায়ায় থেকেছি ওনাকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ছোটোমাসী অপর্না সরকার দাদুর খুব প্রিয় ছিলেন গত ৪০ বছর তিনি আমেরিকায় প্রবাসী। তার বড় ছেলে ফাল্গুনী সরকার সতেন্দ্রনাথবসুর জীবনী ও কাজ নিয়ে একটা প্রামান্য বই লিখছেন। এই বষয়ে সর্ব সাধারণের সাহায্য ও অংশ নেওয়ার জন্য **snbose.org** নামে একটা web site খুলেছেন, আগ্রহী মানুষ জনকে এই site এ অবশ্যই যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সতেন্দ্রনাথবসু ১৯০৯ সালে হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা (Matric) পাশ করেন এবং ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে মিশ্রগণিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে MSc পাশ করেন। তাঁর ছাত্র জীবনের অনেক মুখোরোচক গল্প আছে - হিন্দুস্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাই সতেন্দ্রনাথকে প্রশ্নপত্রের সব অঙ্ক কোনো বাদবিচার না করে একাধিক উপায়ে উত্তর করেছিলেন বলে ১০০র মধ্যে ১১০ দিয়েছিলেন। প্রেসেডেন্সী কলেজে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছাত্রদের গল্প করতে করতে বলেছিলেন 'তোরা সব সাঁওতাল মেয়ে বিয়ে কর তাহলে তোদের ছেলেপুলেদের সাঁওতালদের মত স্বাস্থ্য আর তোদের মত বুদ্ধি হবে'। স্পষ্টভাষী সতেন্দ্রনাথ তখনই বলে উঠলেন 'যদি তার উল্টো হয়'।

সতেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকে ঝোঁক, পদার্থ আর গণিত নিয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা করার ইচ্ছা তাঁর। এক জায়গায় তিনি বলেছেন 'ভাবছি আইন পড়িনি গণিত-বিজ্ঞান নিয়েই থাকব'। কিন্তু ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশে সে সুযোগ কোথায় ? আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বিপ্লবের রূপ নিয়েছে শিক্ষা তখন পিছু হটেছে। মেধাবী ছাত্ররা যারা ইংরেজদের চালু করা , কেরাণী (বাবু) তৈরীর শিক্ষায় নাম লেখাত না তারা আইন অথবা ডাক্তারী পড়ত। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মত মনীষীদের চেষ্টায় গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার অল্প স্বল্প সুযোগ যা পাওয়া যেত তা রসায়নের ছাত্রদের মধ্যেই সীমিত থাকত। আশা ছাত্ররা বিদেশ থেকে chemical engineering শিখে পড়ে এসে দেশে কারখানা গড়ে তুলে দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলবে। পদার্থ আর গণিত এর ছাত্রদের ভাগ্যে কিছুই জুটত না। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে (বিশেষত জার্মানীতে), বিজ্ঞানের নতুন উন্নতি ও নতুন আবিস্কারের খবর দেশে আসতই না। দেশে প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোর প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের শুধু নাম শোনা গেছে। এই অবস্থায় পদার্থ কিংবা গণিত নিয়ে গবেষণা বা উচ্চ শিক্ষার কথা কেউ ভাবেই নি।

অবশেষে নানা বাধা অতিক্রম করে সতেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানঘোষ, শৈলেন ঘোষ প্রমুখ একদল নবীন ছাত্ররা স্যার আশুতোষকে ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ ও গণিত বিভাগে স্নাতকোত্তর ক্লাস খুলতে রাজী করালেন। শর্ত হল এক বছরের মধ্যে নবীন বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন ভাষায় লেখা পদার্থ বিজ্ঞানের বই, গবেষণা পত্র ও pratical এর যন্ত্রপাতি যোগাড় করে শিখে পড়ে, পড়াবার জন্য তৈরী হতে হবে বৃত্তির ব্যবস্থা হল - ১২৫টাকা। সঙ্গে নিজেদের গবেষণাও চালিয়ে যেতে হবে। শেষ হল সতেন্দ্রনাথের বেকার জীবন, শুরু হল কর্ম্ম জীবন, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে মৃত্যুতে যার সমাপ্তি। গুরুদেব আইনস্টাইন এর সঙ্গে সতেন্দ্রনাথের এই ব্যাপারে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। আইনস্টাইন উপার্জনের জন্য টুইশানী দিয়ে শুরু করে বার্ণের পেটেন্ট অফিসে চাকরী করেছিলেন সতেন্দ্রনাথ ও শুরুতে বাংলা সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার গৃহশিক্ষকতা করেন। বিহারের সরকারী কলেজে পড়ানোর ও সম্ভবত আবহাওয়া দফতরে চকরি বেশী শিক্ষিত বলে নাকচ হয়ে যায়।

সতেন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শুরু থেকে চার বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯২১ সালে নব নির্মিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের রীডার হয়ে যোগ দেন। পঠন পাঠন ও গবেষণা একই ভাবে চলতে থাকে, ঢাকা থকেই ১৯২৪ সালে একটা প্রবন্ধ লেখেন এবং ছাপাবার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠান পরে সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের একটি অনুলিপি গুরুদেব আইনস্টাইনকে পাঠান অভিমতের জন্য। আইনস্টাইন ওই প্রবন্ধের, যার বিষয় বস্তু পরবর্তী কালে **"BOSE STATISTICS"** নামে পরিচিত হয়, ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নিজে জার্মান ভাষায় অনুবাদ

করে physics এর বিখ্যাত জার্মান পত্রিকা জ্সইটস্রিফট ফ্যুর ফিজিকে ছাপানোর বন্দোবস্ত করেন। এই প্রবন্ধেই সতেন্দ্রনাথকে জগৎ বিখ্যত করে।

সতেন্দ্রনাথের প্রথম বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসে ১৯২৪ সালে। ১৯২৪-২৬ এই দু বছর ফ্রান্স ও জার্মানীতে কাটান প্রথম বছর মাদাম কুরীর ল্যাবরেটারীতে পরের বছর জর্মানীতে গুরু আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করে ১৯২৬ সালে ঢাকায় ফিরে প্রফেসরের পদে উন্নীত হন। দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকায় কাটিয়ে ১৯৪৫ সালে পদার্থ বিদ্যার প্রধান **খয়রা প্রফেসর** হয়ে কলকাতা ফেরেন। ২৫ বছর একটানা ঢাকায় থাকার ফলে অনেকের একটা ভূল ধারনা আছে - সত্যেন বোস পূর্ববঙ্গীয় (চলতি কথায় বাঙাল) তিনি কিন্তু পুরোদস্তুর পশ্চিম বঙ্গীয় (ঘটি)। আগেই বলেছি তাঁর পরিবারের আদি নিবাস বড় জাগুলিয়া আর তিনি পুরোপুরি কলকাতাইয়া। ১৯৫৬ সালে খয়রা খয়রা প্রফেসরের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর হন। সেই বছরেই সতেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত হন। সঙ্কীর্ণতা দুর করে বিশ্বভারতীর সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করেন কিন্তু গোষ্টীদ্বন্ধে জেরবার হয়ে ১৯৫৮ সালে বিশ্বভারতীর আচার্য ও তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। পণ্ডিতজী কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে সতেন্দ্রনাথকে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। আমৃত্যু তিনি ঔ পদে আসীন ছিলেন।

আমরা খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই সতেন্দ্রনাথকে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় নি বরং তার বিশাল পাণ্ডিত্যের আড়ালে পেয়েছি আমাদের অতি প্রিয় অপার স্নেহশীল দাদুকে - সাহেব দাদুকে। আমাদের খুঁটিনাটি সব বিষয়েই তাঁর নজর ছিল। শুনেছি ঢাকায় প্রতিদিন সকালে ছেলেমেয়েদের নিজেহাতে দুধ ও জলখাবার খাওয়াতেন। ইদানিং তা পারতেন না তবে ভোর বেলা চা করে নিজে খেতেন আর যারা থাকত তাদের খাওয়াতেন - গোলাপের পাপড়ি দেওয়া সেই চা যে খুব মুখরোচক হত বলতে পারি না।

আমাদের পড়াশুনার বিষয়ে মাথা ঘামাতেন না কিন্তু খবর রাখতেন। মনে পড়ে, BECollege এ Engineering পড়ার সময়ে Class Test এ অঙ্কে একবার ফেল করেছিলাম। কলেজের চিঠিটা দাদুর হাতে পড়ে। সপ্তাহান্তে ছুটিতে বাড়ীতে এলে দাদু আমাকে এক সকালেই Calculas-এর পুরো syllabus পড়িয়ে দিয়ে বললেন - " যা, এবার বাকী অঙ্কগুলো করে ফেল"। আমাদের পড়াশুনা নিয়মকরে দেখতেন না বটে কন্তু যদি কোনোদিন ধরতেন বা বিশেষ প্রয়োজনে আমরা যদি ওনার কাছে কিছু বুঝতে যেতাম তবে সহজে নিস্তার পাওয়া যেত না। ছলে বলে কৌশলে পালিয়ে বাঁচতাম। মজাটা হচ্ছে দাদু সবই বুঝতেন আর মিট মিট করে হাঁসতেন। আমার মাসতুতো ভাই ডাঃ রঞ্জন চৌধুরীর (এখন

আমেরিকায় অধ্যপনা করছে) MSc পড়ার সময় এই ঘটনা প্রায়ই হত।

সতেন্দ্রনাথ জ্ঞানী ও মানী ব্যক্তি ছিলেন তিনি যে আমাদের থেকে আলাদা ছিলেন, সেটা আমরা ভালই বুঝতাম। মাঝে মাঝে বিদেশ যেতে দেখতাম, জার্মানী, ফ্রান্স সহ ইউরোপের নানা দেশ ও ইংল্যন্ড ই বেশী গেছেন তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের উন্নতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার দাদুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। একথা আমাদের গল্প করেছেন এবং নানান রচনায় লিখেছেন। আচরণ বিচরণে সাধারণ বাঙালী থেকে আলাদা ,কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন এক আমুদে ও মজলিসী গৃহকর্তা। বাঙালী রীতি-নীতি-সংস্কার সম্বন্ধে পুরো ওয়াকিবহাল ছিলেন। নিজে সে সব বিশ্বাস করতেন কিনা সেটা বড় কথা ছিল না , তবে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের পুরো সম্মান করতেন। সে বিশ্বাসে আঘাত করার কথা কোন সময়েই ভাবতেন না। তবে তিনি মনে করতেন আমরা ধর্মের নামে খুব বেশী মেতে উঠি তাই তিনি ধার্মিকদের ভয় করতেন।

সতেন্দ্রনাথকে শুধু গৃহকর্তা বললে সব বলা হয় না। সমস্ত আত্মীয়-পরিজন এবং পরিচিতদর তিনি ছিলেন সহায় সম্বল। ঈশ্বরমিল লেনের বাড়ী সকলের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। পাড়ার রকবাজ বেকার যুবক থেকে শুরু করে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, গবেযক সকলকেই তাঁদের সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসতে দেখেছি। দাদু সমান ভাবে সকলকেই আপ্যায়ন করতেন, তাঁদের অভাব, অভিযোগ, সমস্যার কথা শুনতেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। এই সাহায্যে কখনও কখনও আমাকেও সামিল হতে হয়েছে, গাড়ী নিয়ে দিনে রাতে ঘুরতে হয়েছে। অর্থ সাহায্যটা অবশ্য নিজেই করতেন, পরিমাণ টা আমাদের অজানাই থাকত।

বিদগ্ধ জনদের বলতে শুনেছি প্রফেসর সত্যেন বোস কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তা ওনাকে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না - ওনার সম্বন্ধে লিখতে বসে তা ভীষণ ভাবে অনুভব করছি। এখন মনে হয় প্রশাসন, সরকারকে ও আমরা সকলে মিলে আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে সতেন্দ্রনাথ সারাজীবন খুব বিরক্ত করেছি ওনাকে নিশ্চিন্ত পরিবেশে শান্ত মনে নিজের কাজ করতে দিই নি।

আবার এই মানব দরদী সতেন্দ্রনাথ যখন গভীরভবে মন দিয়ে পড়াশুনা বা গবেষণার করতেন তখন অন্য জগতে চলে যেতেন। তখন আমরা দেখতাম অন্য এক সাহেব দাদুকে। যদিও পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতই ছিল তাঁর প্রধান বিষয় তবু বিজ্ঞানের সব বিভাগেই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। রসায়ণের অধ্যাপিকা কন্যাসমা ডাঃ অসীমা চ্যাটার্জীকে প্রায়শই ওনার সঙ্গে গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। সব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ছিল তাঁর অপত্যস্নেহ। তবে ছাত্রদের অন্যায় কোনো দাবী কখনও তিনি মেনে নেন নি। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো বিভাগের ছাত্ররা গবেষনা সংক্রান্ত সমস্যা হলেই চলে আসত মুশকিল

আসান প্রঃ বোসের কাছে। শুনেছি এক দেশী ওষুধের কারখানার মালিকরাও সতেন্দ্রনাথের কাছে আসত পরামর্শ নিতে, দাদু তাদের কোনো এক বিদেশী ওষুধ এদেশে তৈরী কারার অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাশ্রয়ী উপায় বলে দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীত, খলাধূলা সব বিষয়ে তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। তাঁর গোয়াবাগানের বাড়ীর ঘরের এক দেওয়ালে গুরু আইনষ্টাইন অন্য দেওয়ালে কবিগুরু রবি ঠাকুরের ছবি টাঙানো থাকত। সেখানে শনিবারের আসরে সব দিকপাল দের আসতে দেখেছি। তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সতেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীত ভীষণ ভালবাসতেন নিজে এসরাজ বাজাতেন। এসরাজে নিজের খেয়ালে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ করতেন। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে সতেন্দ্রনাথের গুরু আইনষ্টাইন ও বেহালা বাজাতেন। ঢাকায় নিজে হাতে ফুলের বাগান করতেন, শুনেছি সেই বাগানের ফুল হোত দেখার ম ত। গোয়াবাগানের বড়ীতে আমি একবার কয়েকটা ডালিয়ার চারা এনে লাগিয়ে ছিলাম দু চার দিনেই আমার উৎ সাহ শেষ, দাদুই যত্ন টত্ন করে সেই গাছে ফুল ফুটিয়ে ছিলেন। সুগন্ধী সেন্ট, ওডিকোলন দাদু খুব ভালবাসতেন, অনেক উপহার পেতেন আবার বাড়ীতে আলকোহলের সঙ্গে কাশ্মীরী আতর ওয়ালার কাছে আতর কিনে ওডিকোলন তৈরী করে সকলকে বিলতেন, ওডিকোলন তৈরী করাও হত আবার আতর ওয়ালাকে সাহায্য করাও হত। কোনটা মুখ্য সেটা অবশ্য কেউ জানতে যায় নি। সেন্ট, চকলেট, পেন ছাড়াও অনেক লোভনীয় জিনিস উপহার পেতেন তার মধ্যে অনেক বস্তুই দাদু যেমন পেতেন তেমনিই দিয়ে দতেন আমরা জানতামও না। এক দিনের ঘটনা বলি, উপহার পওয়া একটা জিনিস আমার ছোটোমাসীর খুব পছন্দ, দাদুর কন্যাসমা এক মহিলা সেটা হাতিয়ে নিচ্ছেন দেখে মাসীতো রেগে আগুন কিন্তু বাবা দিয়ে দিয়েছেন কান্না ছাড়া আর কিছু করার নেই। আমি দাদুর প্রিয় আমাকে বললেন
ব্যাপারটা। আমি দাদুর ঘরে গিয়ে সটান ভদ্রমহিলার কাছ থেকে 'দাদু এটা আমায় দিয়েছেন' বলে বস্তুটি ছিনিয়ে নিয়ে মাসীকে দিয়ে দিলাম। ঘটনার আক্সিকতায় কেউ কিছু বলতে পারল না।

সতেন্দ্রনাথ খুব ভোজনরসিক ছিলেন তবে নিজে যত না খেতেন অন্য সকলকে খাওয়াতেন। দাদুর খাওয়া দাওয়ার ধারা বঙালীর চিরাচরিত ধারার থেকে আলাদা ছিল, স্বল্পাহারী ছিলেন। করে বাজার থেকে রোজ ভাল মাছ , উত্তর কলকাতার সিমুলিয়ার বিখ্যাত সন্দেশ আসত উনি তা নাম মাত্র মুখে দিতেন বেশীর ভাগই পোষা বেড়ালদের পেটে যেত। এর অন্যথা হলে অসন্তুষ্ট হতেন রাগকরে নিজেই খওয়া বন্ধ করতেন। ওনাকে মাছেব ঝোল ভাত, শাক চচ্চড়ী খেতে দেখিছি বলে মনে পড়েনা সাহেবদের খাবারই পছন্দ করতেন। অনেক রকম কয়দা করে এটা ওটা মিশিয়ে রান্না করাতেন - আনারসের দিয়ে মুরগী বা সিমাই সেদ্ধ দিয়ে মাংসের কাটলেট (তখন নুডুলের আদৌ চল হয় নি) দাদুর কাছে প্রথম খেয়েছিলাম। ম

াকে দিয়ে পাকা তেঁতুল আর আদার আচার করাতেন সেটা সকলে বেশ পছন্দ করত।

বাংলা, ইংরজী ও ফরাসী ভাষার মত জার্মান ভাষাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন উচ্চতর গণিত ,বিজ্ঞান, কলাশাস্ত্র সব বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আমাদের মতৃভাষা বংলার মাধ্যমে স ২ ব এবং তা করাই সমীচিন। এই বিশ্বাস থেকেই ১৯৪৮ সালে **"বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ"**প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা **"জ্ঞান বিজ্ঞান"** প্রকাশ শুরু করেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চায় বিদেশী টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ায় দাদুর বিশেষ আপত্তি ছিল না। ওঁর বক্তব্য ছিল " ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ হিসাবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দ ভান্ডার। নতুন কথা অর্থাৎ পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টাকে আমি কিন্তু এই বলে বিরোধিতা করছি না"। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। জীবন-সায়াহ্নে তিনি বিশেষ বেরোতেন না , কিন্তু বিজ্ঞান পরিষদের জন্য অনুদান পাওয়া য়াবে বলে অসুস্থ অবস্থায় ডক্তারের আপত্তি সত্বেও জীবনের শেষ সভায় যোগ দান করেন

বৈজ্ঞানিক সতেন্দ্রনাথ সŽর্কে কিছু লেখা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তার জন্য অন্য লোক আছে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই তাঁর কাজের মুল্য বোঝেন কয়েকজন বিজ্ঞান মনষ্ক পন্ডিত। আইনস্টাইন ছাড়া তাঁর নামের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় জগৎ বিখ্যাত সব বৈজ্ঞানিকদের যেমন Maxwell,Marks,Plank,Dirac,Fermi,Bohr,Madame Curie নাম। *এই খানে অল্প elaborate করার কথা boson,bose statistics, bose condensate, বক্কেশ্বর উষ্ঞ প্রস্রবন এর উল্লেখ করার কথা ভাবছিলাম।*

সতেন্দ্রনাথের গবেষণার আর একটি বিষয় ছিল Unified Field Theory। বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছিলেন যে মাধ্যাকার্ষণ বল, তড়িৎ চুম্বকীয় আকর্ষণ - বিকর্ষণ ও পরমানু কেন্দ্রকের শক্তিকে পৃথক ভাবে না দেখে তাদের কেবল একটি গাণিতিক সমীকরনের মধ্যে আনতে। সতেন্দ্রনাথ একটি অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় ভেবেছিলেন। ১৯৫৫ সালে গুরু আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন - কিন্তু সে সুযোগ তিনি পান নি। সম্মেলনের কয়েক মাস আগেই আইনস্টাইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে গবেষণায় ইতি টানেন। শুনেছি সেই কাজ এখনও
চলছে। বিজ্ঞানাচার্য্য সতেন্দ্রনাথ বসুকে কবি বিষ্ঞু দে এই ভাবে দেখেছেন ---

"আশ্চর্য্য যে মন, ব্যপ্তি যার সর্ব্বদিকে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, সুরের মুর্চ্ছনায় অথচ প্রত্যহের জীবন স ২ গে," সর্ব্বগুণ সŽন্ন এক রিষিতুল্য মানুষ--যিনি আপাদমস্তক এক বাঙালী, বিশ্বমানবতার পূজারী।